একটি নতুন স্বপ্নের প্রত্যাশায়

মাহ্মুদুল হক ফয়েজ

ভালোয় ভালোয় বিএনপি এবারে চার বছর কাটিয়ে দিলো। ভালোই হোলো। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় বিএনপি যেভাবে তার বৈতরণী পার করেছে তাতে এ সরকারকে বাহাবা না দিয়ে পারা যায়না। এ উপলক্ষে দ্বিতীয়বারের মত রাষ্ট্রপ্রধান হবার গৌরবে গৌরবান্বিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীর উদ্যেশ্যে তাঁর গুরুত্বপুর্ণ ভাষন দিয়েছেন। এটি রাষ্ট্রেরও নিয়ম। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাঁর দল রাষ্ট্রকে কিভাবে শাসন করেছেন, রাষ্ট্রকে এ সময়ে কতদুর এগিয়ে নিয়েছেন এবং সর্বপরি জনগনের প্রত্যাশা তাঁরা কতটুকু পুরণ করতে পেরেছেন তা জনগনের সামনে বয়ান করা তাঁর পবিত্র দায়িত্ব। সেমত তিনি ঠিক কাজটিই করেছেন। তাঁর ভাষনে তিনি দাবি করেছেন, জনগণ আগের তুলনায় অসম্ভব ভালো আছে। জনগণ এখন ভালো ভালো খাবার খেতে পারছে। তাদের ছেলেমেয়রা ভালো জামা কাপড় পরে স্কুলে যাচ্ছে। দেশজুড়ে চকচকে মসৃন রাস্তা নির্মান করা হয়েছে। সে রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে লেটেস্ট মডেলের চকচকে অত্যাধুনিক গাড়ির বহর। অজপাড়া গ্রাম গুলো বিদ্যুতায়ন করে আলোকিতো করা হয়েছে। তরুণরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে কাজে অর্থাৎ এখন কেউ আর বেকার নয়। এসব কথা শুনে কে-না চমকপ্রদ হবে। কা-র না পুলকিত হয়ে উঠবে হৃদয়। সত্যি এ রকম একটা দেশই তো আমরা চেয়েছিলাম। এ রকম একটা দেশের জন্যইতো আমরা বুকের তাজা রক্ত উৎসর্গ করেছিলাম। কিন্তু এ সব কথার মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে একটি কিন্তু রয়ে গেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষার সে প্রাচুর্য দেশের কয়জন এবং কারা ভোগ করছে ?

একই দিনে বিরোধীদলীয় নেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সাংবাদিক সম্মেলন করে জাতীর কাছে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘জোট সরকারের আপাদমস্তক ভেজালে ভরা। ...২০০১ সালের পহেলা অক্টোবর একটি কারচুপির নির্বাচনের মাধ্যমে গণ রায়কে পাল্টে দিয়ে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতা দখল করে। ..আজ খাবারের দাম অন্য জিনিষের চেয়ে বেশী হারে বাড়ছে, গরিব মানুষের তিন-চতুর্থাংশ আয়ই খরচ হয় খাদ্য কিনতে। মুল্যস্ফীতি তাই গরিব মানুষকে ভোগান্তির শেষ প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ আত্মহত্যা করছে’। তিনি দেশের কিছু ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে বলেন, ‘আমাদের রেখে আসা সম্ভাবনাময় অর্থনীতি আজ ধ্বংশের দ্বারপ্রান্তে। জনগণের টাকা জমা হয়েছে বিশেষ ভবনের ক্ষমতাসীনদের ঘরে। একদিকে গরিব মানুষ বাঁচার পথ খুঁজে পাচ্ছে না, অন্যদিকে ক্ষমতাসীন লুটেরা পরিবারের হাতে এতো সম্পদ যে তারা তার হিসাবও ঠিকমত রাখতে পারছেনা’। এক কথায় বলা যায় দেশ ভালো নেই। এটি কোনো সুস্থ দেশের চিত্র হতে পারে না। স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছরেও এসে যে কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষ বলবে ‘এ রকম দেশ আমরা তো চাইনি’।

আজ যদি শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকতেন, তিনিও আজ বেগম খালেদা জিয়ার ভাষায় কথা বলতেন। আর বেগম খালেদা জিয়া বলতেন শেখ হাসিনার ভাষায় কথা। স্বাধীনতার প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর এই কথার জঞ্জাল ছাড়া আর কোনো সম্পদের মালিক আমরা হতে পারিনি।

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পঁয়ত্রিশ বছর অনেক দীর্ঘ সময়। চীন, জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর কোন দেশই উন্নয়নের অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পোঁছাতে এতটা সময় নেয়নি। খুবই মন্দ ভাগ্য আমাদের। হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়নের জোয়ারে বারে বারে শুধু হাতে গোনা কিছু মানুষের ভাগ্য বদল হল রাতারাতি। আমাদের আপামর জনসাধারণের ভাগ্য সেই জোয়ারে ভেসে গেল। আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম। সত্যিকার ভাবে সেই তিমির টুটাবার স্পৃহা আমাদের মাঝে কখনো কোনো দিন সৃষ্টি হয়নি। বার বার শুধু আমরা একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে গেছি। উন্নাসিকতা,দাম্ভিকতা, অহমিকা আমাদের গ্রাস করে রেখেছে। সেই কালো গহ্বর থেকে বের হবার চেষ্টা কেউ কোনো দিন করিনি।

আজ বড় বিপন্ন সময়ের শিকার আমরা। এদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধা, লাখো শহীদ আর বীরাঙ্গনাদের কাছে আমাদের অঙ্গীকার ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মানে আমরা নিজেদের উৎসর্গ করবো। তাদের সে স্বপ্ন রূপায়নে আমরা থাকবো নিবেদিত প্রাণ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমরা আমাদের স্বপ্নের কথা ভুলে স্বার্থের পিছনে ছুটতে শুরু করলাম। চেতনার বৈকল্যের শিকার হয়ে আমরা হারিয়ে ফেলতে থাকলাম আমাদের সব সুস্থ্য চিন্তাকে। বুদ্ধির বিভ্রান্তিবশে আমরা বিভাজিত হয়ে পড়লাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে। আমাদের দুর্ণীতি আর দারিদ্রের কাছে বিবর্ণ হয়ে গেলো একটি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের সহিংসতা আর সংকীর্ণ স্বার্থের কাছে পরাভূত হলো সব মানবিকতা আর মহানুভবতা।

১৯৫২, ১৯৬২, ১৯৬৯ এ বীর বাঙালী অসাধারণ সব ইতিহাস রচনা করেছিলো। ১৯৭১এ বীর বাঙালী মহাকালের রক্তিম আকাশে এক উজ্জল নক্ষত্র হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলো। সে জাতি আজ পৃথিবীতে ভিক্ষুক জাতির পরিচয়ে পরিচিত। গত প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরে আমাদের অর্জন হলো, আমরা দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন, নারী নির্যাতনে দ্বিতীয়, এসিড নিক্ষেপে শ্রেষ্ঠ। এখানে আজও সুশাসন অর্জন হয়নি। বারবার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ব্যর্থ রাষ্ট্রের মাল্যভূষিত করার সব আয়োজন প্রায় সম্পন্ন। প্রিয় জন্মভূমির এতগুলো দুরাবস্থাকে মেনে নেয়া কোন সুস্থ্য বিবেকবান দেশ প্রেমিক নাগরিকের পক্ষে অসম্ভব। তবুও অপ্রিয় সত্য হচ্ছে, এ সব দুরাবস্থার মাঝেই আমরা নিরন্তন বসবাস করে আসতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এখন সব কিছু যেন আমাদের গা' সওয়া হয়ে গেছে।

এই জাতি একদিন সবাই মিলে আত্মনির্ভর হয়ে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে ছিলো, তাই বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে কার্পন্য করেনি এ জাতি। মাত্র নয় মাসে ত্রিশ লক্ষ তাজা প্রাণ আর তিন লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে স্বাধীনতাকে জয় করতে পারে যে জাতি, সে জাতি অল্প কয়বছরের ব্যবধানে দুর্ণীতি তার দারিদ্রের কাছে হেরে যাবে এটা মেনে নেয়া কষ্টকর। বড় নির্দয় সময় আমাদের। বিস্তর ব্যবধান তৈরী করে দিয়েছে আমাদের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মাঝে। এত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে দেশটা আমরা অর্জন করতে চেয়েছিলাম, আর আজ যে বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে আছি এ দু'য়ের মাঝে দুরত্ব অনেক। এক দিকে আছে আমাদের কাঙ্খিত বাংলাদেশ। যেখানে রয়েছে সুখি সমৃদ্ধশালী দুর্ণীতিমুক্ত সন্ত্রাসমুক্ত সকলের সমঅধিকার প্রাপ্ত আত্মনির্ভরশীল একটি দেশ। তার অন্য দিকে আছে দরিদ্র পিড়িত সন্ত্রাস কবলিত সু-শাসন আর মানবাধিকার বঞ্চিত একটি দুর্ণীতিগ্রস্ত মেরুদন্ডহীন দেশ। কোন্ দেশটি চাই আমরা। নিশ্চই শেষেরটি কোনো অবস্থাতেই নয়। অথচ সেই পঙ্কিল বাস্তবতাতেই আমরা ডুবে আছি। এটি জাতি হিসাবে চরম অপমানজনক দুর্ভাগ্যে ভরা। এ পঙ্কিলতা থেকে আমরা মুক্তি চাই। এভাবে কোনো দেশ চলতে পারেনা।

আমরা এখনো স্পষ্ট করে জানতে পারিনি, আমাদের মুক্তির সঠিক পথ কোনটি। পথের সন্ধানে আর আমরা ভুল পথে পা বাড়াতে চাই না। পিড়িত সময়ের কাছে, দুর্ভাগ্যের কাছে নিজেদের সঁপে দেওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ। আমরা ঘুরে দাঁড়াতে চাই, সব জঞ্জাল পেরিয়ে আমরা আবার পৃথিবীর বুকে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে চাই। এত কিছুর পরেও আমরা নিরাশ হতে চাইনা। আমরা হতাশ নই। ধ্বংসের শেষ গহ্বরেও লুকিয়ে থাকে সৃষ্টির নব দিগন্ত।

গুনীজনের বানী, "যদি তুমি দেখ যে, তোমার সামনে সম্ভাবনার সবগুলো দারজা বন্ধ হয়ে গেছে তবুও তুমি নিরাশ হবে না। চেষ্টা করে দেখো নিশ্চই সম্ভাবনার কোন না কোন একটি জানালা তোমার জন্য কোথাও না কোথাও খোলা আছে।" আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সততা, নিষ্ঠা আর সমবেত প্রচেষ্টা আমাদের সাফল্যের দিগন্তে পৌঁছে দিবে।

শত নৈরাজ্যের মাঝেও আমরা খুঁজে ফিরি সেই রক্তস্নাত প্রিয় মাতৃভূমিকে। যে দেশের সকল মানুষ সবাই সুখি সুন্দর স্বাস্থবান। যে দেশের কোনো মানুষ অভুক্ত নেই। এখানে ক্ষুধার জ্বালায় কেউ আত্মহত্যা করেনা। কারো সম্পদ কেউ জোর করে আত্মসাত করে কালো টাকার পাহাড় গড়েনা। কারো মুখের গ্রাস কেউ কেড়ে খায়না। এসিড ছুঁড়ে দিয়ে কেউ কারো মুখ ঝলসে দেয়না। যে দেশে বোমা, খুন, রাহাজানি নেই। যে দেশের মানুষগুলো প্রকৃতির মত সুন্দর। যে দেশে শিশুরা সদাচঞ্চল নির্ভয়, যে দেশের নারীরা নিরাপদ। খুঁজে ফিরি সেই প্রিয় মাতৃভূমি প্রিয় বাংলাদেশ, যে দেশের প্রতিটি মানুষ প্রতিশ্রুতিশীল, দায়িত্ব বান, নিষ্ঠাবান। খুঁজে ফিরি সেই প্রিয় বাংলাদেশ, যে দেশ ভিক্ষার মত ঘৃনিত অমর্যাদাকর ঝুলি ছুঁড়ে দিয়ে নিজেকে বিনির্মান করেছ অত্মনির্ভরশীল আত্মমর্যাদাবান জাতি হিসাবে।

আমরা ফের সবার জন্য সবাই আর একটা স্বপ্ন কি দেখতে পারিনা !

মাহ্‌মুদুল হক ফয়েজ
ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, নোয়াখালী
উ-সধরষ :-   সযভড়বু@মসধরষ.পড়স
সড়ন: ০১৭১১২২৩৩৯৯

৭.৭.২০০৭